

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম শাহজালাল।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ কাণ্ড খুবই মজবুত ও হেলেপড়া প্রতিরোধী।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার।
- ▶ চারার উচ্চতা ২০-২৫ সেন্টিমিটার।
- ▶ কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- ▶ পাতা প্রশস্ত, লম্বা এবং মোটামুটি খাড়া।
- ▶ চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।
- ▶ এ জাতের ধান মাড়াই করা সহজ।



বিআর১৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কাণ্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৬৫-১৭০ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১৫- ৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর)।

২. রোপনের সময় : ৩০ অগ্রহায়ণ - ১৫ পৌষ।

৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম দস্তা
৩০-৪০ ৭-১৪ ৮-১৬ ৪-১১ ০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ : রোপনের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. আগাছা দমন : রোপনের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. সেচ ব্যবস্থাপনা : খোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. ফসল কাটা : ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ৬